দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শন

ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ছাড়া বন্ধ করুন ঃ শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার আকস্মিকভাবে নগরীর উপকণ্ঠে ৬৩ বছরের পুরনো একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার কাজ স্বচক্ষে দেখার জন্যই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

শনিবার সকালে টঙ্গির কাছে আজমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেগম খালেদা জিয়ার এই অনির্ধারিত সফরে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা অভিভূত হয়ে পড়েন। খবর বাসস'র।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার দেখেন, তাদের লেখাপড়ার অগ্রগতি এবং শিক্ষালাভে কোন অন্তরায় আছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। প্রধানমন্ত্রী এই বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মেশেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এ বিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শুকতারাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে পড়তে পারে কিনা। শুকতারা সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে একটি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয়

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ছাড়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শ্রেণীর ছাত্র রাশেদও একটি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করার, নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়ার এবং তাদের সমবয়সী দুঃস্থ ও দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে বলার পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে বলেন। তিনি শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ছেড়ে দেয়া বন্ধ এবং আরো বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার আহবান জানান।

শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব, অপ্রচুর আলো ও বায়ু চলাচলের অসুবিধা দেখে তিনি দুঃখিত হন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতান আহমেদ প্রধানমন্ত্রীকে জানান, এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১ শত, এদের ভালভাবে বসতে দেয়ার মত স্থান নেই। তিনি অবশ্য জানান যে, এ বিদ্যালয়ের আরেকটি ভবন নির্মিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দেখেন যে, ১৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৩ জন স্কুলে উপস্থিত এবং একজনছুটিতেআছেন।

বেগম খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জের কেউটখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পরিদর্শনকরেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী চালুর মাধ্যমে দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণ অভিযান শুরু করেছেন। গত বছরের জানুয়ারী থেকে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। সরকার এ বছর সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছেন। ৫০ বছরেরও আগে থেকে এ দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল।